ভোরের কাগজ

25 JUN 2003

পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৫

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিজাত প্রশ্নপত্র

প্রেম রঞ্জন দেব

গত ২৯ মে ২০০৩ অনুষ্ঠিত ঢাকা বোর্ডের এইচ এস সি পরীক্ষায় ইংরেজি প্রথম পত্রের প্রশ্নে ঈদ-উল-ফিতর সম্পর্কে আবশ্যিক প্যারাগ্রাফ লিখতে দেওয়ায় সারা দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। প্রশ্নটি আবশ্যিক হওয়ায় এবং এটির জন্য ১৪ নম্বর বরাদ্দ থাকায় হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের পরীক্ষার্থীরা ঠিকমতো জবাব লিখতে পারেনি। পাঠকদের সুবিধার্থে এ বছরের ইংরেজি প্রথম পত্রের ১৪ নম্বরের অবশ্যিক প্রশ্নটি পুরো তুলে ধরছি—

Write a paragraph of about 100 words based on the following questions. Your answer to the questions should give as much details as possible (marks-14) এর পর ৬টি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। প্রথম প্রশ্ন : How did you celebrate Eid-ul-Fitr this year? দ্বিতীয় প্রশ্ন : What did you find your mother and sister doing in the morning of the Eid day? তৃতীয় প্রশ্ন : What did you do in the morning? চতুর্থ প্রশ্ন : What did you find when you went to Eidgah? ৫ম প্রশ্ন : What kind of feast was arranged at your residence for this occasion? ষষ্ঠ প্রশ্ন : How did you spend the afternoon?

ইংরেজি প্রথম প্রশ্নের এই পরীক্ষার পর থেকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রী, অভিভাবকসহ অনেকেই এ ব্যাপারে বিভিন্নভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করে চলেছেন। তারা বলেছেন, ঈদ-উল-ফিতর সম্পর্কে সাধারণ ধারণা থাকলেও ইংরেজীতে ১৪ নম্বরের প্যারাগ্রাফ লেখার মতো স্বচ্ছ ধারণা ভিন্নধর্মাবলম্বীর থাকার কথা নয়। অনেক অভিভাবক বলেছেন, তাদের সন্তানরা এ প্যারাগ্রাফটি লিখতেই পারেনি। কারণ তারা ঈদ-উল-ফিতর সম্পর্কে জানলেও কিভাবে এই উৎসব উদযাপন করতে হয়, ঈদের দিন সকালে মা ও বোন কি করে, এসব দেখেনি। তাছাড়া ঈদগাহে গিয়ে কি দেখে, কি করতে হয়— এটাও তার জানার কথা নয়। আবার অনেক ছাত্র-ছাত্রী আমাদের কাছে বলেছে— ঈদের দিন সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত একজন মুসলিম ছাত্রছাত্রী কি কি করে তা একজন হিন্দু বা বৌদ্ধ বা খ্রিষ্টান ছাত্রছাত্রীর পক্ষে জানা সম্ভব নয়। দুর্গাপূজা, বুদ্ধপূর্ণিমা বা শুভ বড়দিন সম্পর্কে মুসলমান ছাত্রছাত্রীরা ধারণা রাখলেও নিশ্চয়ই এসব উৎসবের আচার অনুষ্ঠান বা বিস্তারিত রীতি প্রথা তাদের জানার কথা নয়।

ঢাকা বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা একটি পাবলিক পরীক্ষা। এটা কোনো মাদ্রাসা কিংবা অন্য ধর্মীয় পরীক্ষা নয়। এক বিশেষ ধর্মীয় উৎসবের দিবসটির সঙ্গে যারা সরাসরি সম্পৃক্ত নয়, তাদের বাধ্যতামূলক ও জবাবদিহিমূলক প্রশ্ন করে বোর্ড কর্তৃপক্ষ এক চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। আমাদের মনে হয়, ঢাকা শিক্ষা বোর্ড ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীর জন্য মেধা তালিকা, সর্বোচ্চ গ্রেড অথবা প্রত্যাশিত ফল পাওয়ার ক্ষেত্রে একটি প্রতিকূলতা সৃষ্টির সূক্ষ্ম কৌশল অত্যন্ত সচেতনভাবে গ্রহণ করেছে। এতে সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের ক্ষতির পাশাপাশি আমাদের জাতীয় ভাবমূর্তিও ক্ষুন্ন হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

শিক্ষাকে সাম্প্রদায়িকীকরণে ঘৃণ্যনীতি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে পাবলিক পরীক্ষায় এ ধরনের প্রশ্নপত্র করা হয়েছে। অবশ্য ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর শাহ মুহাম্মদ ফরহাদ বলেন, সব বড়ো ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পর্কে সব ধর্মের ছাত্রছাত্রীদের ধারণা থাকে বা আছে। এটা কেবল সমালোচনার জন্য সমালোচনা বলে তিনি উল্লেখ করে বলেন, এতে কোনো পরীক্ষার্থীর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা নয় (দৈনিক জনকণ্ঠ-৩০.৫)। এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হলো— দুর্গাপূজা, ঈদ, বড়দিন ও বুদ্ধপূর্ণিমা বাংলাদেশের জাতীয় উৎসব। এসব উৎসব সম্পর্কে সব নাগরিকেরই ধারণা থাকা প্রয়োজন। ১৪ নম্বরের উপযোগী বাধ্যতামূলক কোনো প্রশ্ন উত্তর লিখতে হলে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পরীক্ষার্থীরাও উৎসবের দিকটি হয়তো লিখতে পারবে। কিন্তু ধর্মীয় দিকটি মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের মতো করে লেখা সম্ভব নয়। আর এতে করে স্বাভাবিকভাবেই নম্বরের বড়ো রকমের তারতম্য হবে। এছাড়া ঐ প্রশ্নে এ বছর কিভাবে পরীক্ষার্থী ঈদ পালন করে, তার মা ও বোনেরা ঈদের দিন সকালে কি করেন, ঈদগাহে গিয়ে পরীক্ষার্থী কি দেখতে পায় ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, যা হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, আদিবাসী সম্প্রদায়ের পক্ষে জবাব দেওয়া সম্ভব নয়।

'ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের এ কোন ধরনের মানসিকতা'? এই শিরোনামে গত ১৬ জুন ২০০৩ দৈনিক জনকণ্ঠে লিখিত এক নিবন্ধে দৌলত আরা মান্নান বলেছেন— 'আগামী কোনো

ঢাকা বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা একটি পাবলিক পরীক্ষা। এটা কোনো মাদ্রাসা কিংবা অন্য ধর্মীয় পরীক্ষা নয়। এক বিশেষ ধর্মীয় উৎসবের দিবসটির সঙ্গে যারা সরাসরি সম্পৃক্ত নয়, তাদের বাধ্যতামূলক ও জবাবদিহিমূলক প্রশ্ন করে বোর্ড কর্তৃপক্ষ এক চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। আমাদের মনে হয়, ঢাকা শিক্ষা বোর্ড ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীর জন্য মেধা তালিকা, সর্বোচ্চ গ্রেড অথবা প্রত্যাশিত ফল পাওয়ার ক্ষেত্রে একটি প্রতিকূলতা সৃষ্টির সূক্ষ্ম কৌশল অত্যন্ত সচেতনভাবে গ্রহণ করেছে। এতে সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের ক্ষতির পাশাপাশি আমাদের জাতীয় ভাবমূর্তিও ক্ষুন্ন হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

এক বছরে শুভ বড়দিন, বিজয়া দশমী কিংবা বুদ্ধপূর্ণিমার দিনটি পরীক্ষার্থীরা কিভাবে উদযাপন করেছে তার একটি বিবরণ সংবলিত আবশ্যিক প্রশ্ন ধর্ম নির্বিশেষে সকল পরীক্ষার্থীর জন্য প্রশ্নপত্রে রাখা হবে কি? এতোটুকু ধর্মীয় উদারতা তাদের কাছে প্রত্যাশা করা যায় কি? এ দেশটি পরম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ বলে অহরহ উচ্চারিত হয়ে আসছে সরকারি উচ্চ পর্যায় থেকে। আর বড়দিন, বিজয়াদশমী ও বুদ্ধপূর্ণিমা এগুলোতো বড়ো বড়ো জাতীয় উৎসব, তাই নয় কি? তাই এগুলো সম্পর্কেই বা সব ধর্মের ছেলেমেয়েরা লিখতে পারবে না কেন? সাম্প্রদায়িকতার দিক ছাড়াও দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের নিরিখেও এ ধরনের ব্যক্তিসম্পৃক্ততা সংবলিত আবশ্যিক একটি প্রশ্ন একটি পাবলিক পরীক্ষা প্রদানের যৌক্তিকতা নিঃসন্দেহে প্রশ্নসাপেক্ষ'। ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সাহেব দৌলত আরা মান্নানের প্রস্তাব বাস্তবায়নে যথাসময়ে এগিয়ে আসবেন বলে আমার ধারণা।

ঢাকা বোর্ডের এই ধরনের পদক্ষেপ দেশে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় বিভেদের এক নজির। শিক্ষা ক্ষেত্রে এই মানসিকতা সর্বজনীনতা ও স্বচ্ছ পরিবেশের জন্য ভয়ানক ক্ষতিকর। এটা সর্বজনীন মানবাধিকার, মৌলিক অধিকার, গণতান্ত্রিক চেতনা, সহনশীলতা ও সমমর্যাদার পরিপন্থী। বর্তমানে দেশের সকল প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, শিক্ষক সমাজের লিখিত দাবি হলো— শিক্ষা ব্যবস্থার বিদ্যমান বৈষম্য, ও নৈরাজ্য দূর করে ছাত্রছাত্রীদের সৎ, দেশপ্রেমিক, উন্নত এবং দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে উন্নত জ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর, দেশমুখী এবং অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। অথচ ঢাকা বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ইংরেজি প্রথম পত্রের ১৪ নম্বরের একটি আবশ্যিক প্রশ্নের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়া হয়েছে। জাতীয় মর্যাদা ও ভাবমূর্তি রক্ষার স্বার্থে আমরা এ ব্যাপারে সরকারের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করি।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সাম্প্রদায়িক ও জবরদস্তিমূলক আচরণে আমরা হতবাক। কিন্তু এদেশের সুশীল সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে দাবিদার সংগঠনসমূহ ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলো, যারা অসাম্প্রদায়িক চেতনা লালন করে তারা কোথায়? তাদের নীরবতা আমাদের বিস্মিত করেছে। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিজাত প্রশ্ন রচনাকারী কর্তৃপক্ষের প্রতি তাদের কোনো ক্ষোভ কিংবা প্রতিবাদ উচ্চারিত হলো না। তারা এটাকে কি অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেন? নাকি সাম্প্রদায়িক শক্তিকে খুশি রেখে ভোটের পাল্লা ভারী করতে চান! তাদের কার্যকলাপ দেখে মনে হচ্ছে জাতির বিবেক ও সৃষ্টিকর্তার নিকট আবেদন জানানো ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি মা ও মাতৃভূমি স্বর্গ থেকেও শ্রেষ্ঠ। বাংলাদেশ আমার মাতৃভূমি। তাই মাতৃভূমির মর্যাদা রক্ষার স্বার্থে আমরা 'ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার'— এই অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করবোই।

প্রেম রঞ্জন দেব : রাজনীতিক, কলাম লেখক ও গবেষক।